মেহেরপুরে কম্পিউটার হোম, ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুর কম্পিউটার হোম, ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার আঃ গফুর টাওয়ার (২য় তলা), শাহজীপাড়া কাথুলী রোড মোড়ে ফিতা কেটে কম্পিউটার হোম, ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

কম্পিউটার হোম, ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস স্বত্বাধিকারী মোঃ মোখলেছুর রহমান সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোঃ টুটুল সবুজ আনজুমান আরা নাহিদ আবু সামা সিয়াম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে সেখানে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেবাসমূহের মধ্যয়ে, ইন্ডিয়া ভিসা, ওমরা হজ প্যাকেজ, ই -পাসপোর্ট ম্যান পাওয়ার বিমান ও ট্রেন টিকিট, টিন সার্টিফিকেট, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আবেদন, অল রাষ্ট্রের ভিসা চেক, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ট্যুরিস্ট ভিসা সহ যাবতীয় অনলাইন সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এই সব যাবতীয় সেবা আপনি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে খুব সহজেই নিতে পারবেন ।

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুট

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুটের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে ওই বাওড় থেকে মাছ লুট হয় বলে অভিযোগ করেছেন

ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছেন,সমিতির সভাপতি প্রশান্ত কুমার হালদার।

জানা যায়, গেল ২০১৮ সালে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বাওড়টির ইজারা পান।এরপর থেকে তারা নির্বিগ্নে মাছ চাষ করে আসছিলেন বাওড়টিতে।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে বাওড়ে প্রতিদিনই মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়। এরপর বাওড় থেকে আর কোন মাছ লুটের ঘটনা ঘটবে বলে আশ্বাস দেন নেতৃবৃন্দ। এরপরও শুক্রবার সকালে বাওড়ে মাছ ধরার সময় স্থানীয় এড়ান্দা গ্রামের কয়েকজন যুবক মাছ লুট করে নিয়ে যায়।

যার মধ্যে ছিলেন, ওই গ্রামের আকবার আলীর ছেলে রকি,ইসাহাকের ছেলে মোশাররফ হোসেন, সলেমানের ছেলে সবুজ, এরশাদের ছেলে জিয়া ও কলম বিশ্বাসের ছেলে মহাসিন আলী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুশনা বাওড়ের গার্ড সাইফার রহমান ও প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল। তারা বলেন, সরকার পতনের পর থেকে এলাকার কিছু দূর্বৃত্তরা প্রায় বাওড়ে হুইল, ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যায়। আজ শুক্রবার সকালে তাদের মধ্যে মহাসিন ও রকির নেতৃত্বে আবারও মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। ওই দুই জনের মধ্যে মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ও রকি বিএনপি সমর্থিত নেতা বলে জানা গেছে। ওই সময় তারা বাওড় থেকে ৫০ হাজার টাকার মাছ লুট করেছেন বলে দাবি বাওড় কতৃপক্ষের।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন,মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ছিলেন। তবে বিএনপি কোন লুটপাটে বিশ্বাস করে না। এ কারনে সে দলের যেই হোক না কেন,তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমান পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই মন্তব্য করেন,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন। তিনি বলেন, ওই মাছ লুটের ঘটনায় দলের যেই জড়িত থাকুক না কেন,প্রমান পেলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন বলেন,বাওড় থেকে কে বা কাহারা মাছ লুট করছেন। এমন খবর জানতে পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে তার আগে লুটকারীরা পালিয়ে যান। তাদের কাউকে দেখা যায়নি। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ

হয়নি। অভিযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিংয়ের সময় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান চলাকালীন সময়ে সজল আহম্মেদ বলেন, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বুধবার দুপুরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আড়ত, সবজি, ডিম ও বীজ দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

তদারকিকালে মেসার্স শফিউল স্টোরে পূর্বে সতর্ক করা স্বত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শফিউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় দুই হাজার টাকা এবং ছলেমান স্টোর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লব মিয়াকে একই অপরাধ ও ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স মা-মণি বীজ ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শাক-সবজি ও ফলের বীজ জব্দ করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লাল্টু মিয়াকে ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা

জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সজল আহম্মেদ।

ঝিনাইদহ দোকান মালিক সমিতির আহবায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ঝিনাইদহ জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে শহরের কালীচরনপুর সুপার মার্কেট কেপি বসু সড়ক (২য় তলায়) দোকান মালিক সমিতির অফিসে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ দোকান মালিক সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি সাজু আহমেদ দুলাল’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এড. এম এ মজিদ। সেসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ব্যবসায়ী নেতা জাহিদ ইসলাম, রফিকুল আলম, মোঃ আমান্নউল্লাহ, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, মোঃ মশিউর রহমান বাবলু, মনিরুজ্জামান খান মিঠু, মোঃ আলমগীর হোসেন, এম রবিউল ইসলাম রবি, এ এস এম এনায়েতুল্লাহ নয়ন, মোঃ আজিজুল হক সান্ডি, মোঃ মোকলেচুর রহমান ও সাজু আহম্মেদ দুলাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে আনোয়ারুল ইসলাম বাদশাকে আহবায়ক ও মনিরুজ্জামান খান মিঠুকে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

প্রধান অতিথি এড. এম এ মজিদ বলেন, নব-গঠিত এই কমিটি ঝিনাইদহ ব্যবসায়ীদের নানা অধিকার রক্ষাসহ জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের মান উন্নয়নে কাজ করবে বলে আশা করেন তিনি। পরে প্রধান অতিথি এড, এম এ মজিদ জেলা দোকান মালিক সমিতি ঝিনাইদহ জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি নেতৃবৃন্দর হাতে তুলে দেন।

চুয়াডাঙ্গায় দু’ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার শহরের বড়বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষে তদারকিতে দু’ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল পৌনে ১১টার সময় এ প্রতিষ্ঠান দুটিতে তদারকি করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, সবজি বিক্রেতা, হোটেল, মিষ্টির দোকান, মুদি দোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় পুরাতন বাজারের গলিতে মেসার্স আর.এন. (রাম নিরঞ্জন) ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে ভয়াবহ কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। আটা ময়দাসহ বিভিন্ন পণ্যের মেয়াদ চলে যাওয়ার পরও সেগুলোর বস্তা ও প্যাকেটের ওপর লেখা মেয়াদ মুছে ফেলে পুনরায় বিক্রি করা হচ্ছিল। এছাড়াও বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত প্রচুর পরিমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকাও টাঙ্গানো ছিল না। এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক কিশোর কুমার আগরওয়ালকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮, ৪৫ ও ৫১ ধারায় ২০ টাকা টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও মেয়াদ মুছে ফেলা পণ্যগুলো জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এরপর মেসার্স জলযোগ মিষ্টান্ন ভান্ডারে তদারকিতে আরও ভয়াবহ অনিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। খুবই অস্বাস্থ্যকর নোংরা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে তৈরী হচ্ছে নানাবিধ খাদ্যপণ্য। মিষ্টি তৈরীর উপকরণ গুলোর মধ্যে পাওয়া যায় ইঁদুরের বিষ্ঠা। ফ্রিজে রাখা দইয়ের কাপে পাওয়া যায় সিগারেটের ছাই। কর্মচারীদের কোন স্বাস্থ্যবিধি মানতে দেখা যায়নি। তৈরী করা দই ফ্রিজে রেখে বিক্রি করা হলেও মানা

হচ্ছেনা মোড়কীকরণ বিধি (মেয়াদ মুল্য না লেখা)। বিভিন্ন লেখা কাগজ ও ছাপা কাগজের অস্বাস্থ্যকর ঠোঙায় বিক্রি করা হচ্ছে নানা রকম খাবার। পুর্বে সতর্ক করা স্বত্ত্বেও এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপককে ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় এক বস্তারও বেশী অস্বাস্থ্যকর ছাপা ঠোঙা জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এসময় সব্জি বাজারসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনা- বেচার ভাউচার সংরক্ষণ ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা ও সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। তদারকি কাজে সহযোগীতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সদস্যরা।

দর্শনা আন্তজার্তিক রেল বন্দরে ২০ দিন আমদানী রপ্তানি বন্ধ

টানা ২০ দিন দর্শনা আন্তজার্তিক রেল বন্দরে ভারত বাংলাদেশ আমদানী রপ্তানি বন্ধ রয়েছে কমেছে কয়েক গুন সরকারী রাজস্ব।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবন্দরে ভারতীয় কোন মালবাহি ট্রেন প্রবেশ করেনি, গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত গত ২০ দিনে ভারত থেকে আমদানিকৃত কোন মালবাহী ওয়াগন বন্দরে আসেনি। ফলে বন্দরের শ্রমিক, সি এন্ড এফ কর্মচারি ও সারা দেশ থেকে আসা ট্রাক ড্রাইভার হেলফার বেকার ও অলস সময় পার করছে। সি এন্ড এফ এসোসিয়েশন সাধারন সম্পাদক ও পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু সহ সংশ্লিষ্টরা জানালেন দু দেশের রাজস্ব হ্রাস পেতে পারে।

দর্শনা রেল বন্দর সুত্রে জানা যায় সম্প্রতি সময় দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারনে ও ভারতীয় রেল পরিচালক ও আমদানিকৃত মালামালের নিরাপত্তা সহ অন্যান্য বিষয়ে চিন্তা করে গত ২৪ জুলাই দর্শনা রেলপথের মাধ্যমে ভারত থেকে সব ধরনের আমদানি করা মালামাল আসা বন্ধ করা হয়। বাংলাদেশ রেল কতৃপক্ষ দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় যখন গতকাল মঙ্গলবার থেকে মালবাহি ও লোকাল ট্রেন চালানোর সিন্ধান্ত নেন,

সে সময় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরে ভারতীয় মালবাহি ট্রেন প্রবেশ করার কথা থাকলেও তা আসেনি বলে দর্শনা রেলস্টেশন ম্যানেজার জানান। দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন ম্যানেজার মির্জা কামরুল ইসলাম আরো জানালেন গত ২০ দিন অতিবাহিত হলেও দর্শনা বন্দরে কোন ভারতীয় মালবাহি ওয়াগন আসেনি, তিনি বলেন আমদানি কারকদের মাধ্যমে তাগাদা দিলেও তারা ওয়াগন পাঠাচ্ছে না। কি কারনে পাঠানো হচ্ছে না তা অবশ্য তারা জানায়নি । এ দিকে বন্দর শ্রমিক, সি এন্ড এফ এজেন্ট, কর্মচারি ও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ট্রাকচালক ও হেলফারগন বেকার ও অলস হয়ে পড়ে আছে।

দর্শনা রেলস্টেশন ম্যানেজার মির্জা কামরুল ইসলাম জানান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেলভাড়া বাবদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১শ ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৬৪ টাকা সেখানে ২৬ কোটি ৯৫ লাখ ১৫ হাজার ৬২৩ টাকা আদায় হয়েছে। এখানেও লক্ষ্যমাত্রা তুলনায় অনেক গুণ কম রাজস্ব আদায় হয়েছে।

দর্শনা কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বাবু সুশান্ত চৌধুরি জানান ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১শ ৭৮ কোটি টাকা সেখানে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৪ কোটি ৪ লাখ টাকা যা লক্ষ মাত্রা তুলনায় অনেক গুণ কম।

দর্শনা সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক ও পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু জানান দু দেশের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থেই অতি দ্রুত দর্শনা বন্দরে ভারতীয় মালবাহি ওয়াগন প্রবেশ দরকার।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে চিরকুট লিখে হোটেল মালিকের আত্মহত্যা

আমাকে গোসল করাবা দোকানের মধ্যে যেটি হোটেল হিসেবে আছে। আমার কাপড় চোপড় ইত্যাদি যা আছে, তোমার কাজে লাগলে নিবা। তা না লাগলে গরীব কাউকে দিয়া দিবা। তোমাকে আমি ফোন দিব ফজরের নামাজের পর। এভাবে চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন আবু সাবের (৫৫) নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী।

গতকাল রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামে তার একটি হোটেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছেন। নিহত আবু সাবের খুলনা জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার বানিয়া খামার বাড়ির সোনাডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৫ বছর আগে পারিবারিক বিরোধের কারণে নিহত আবু সাবের খুলনা থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামের পূর্ব পরিচিত হাবিবুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তিনি কিছুদিন তার বাড়িতে থাকায় তাদের পারিবারিক ঝামেলা দেখা দেয়। এরই একপর্যায়ে আবু সাবের হাবিবুর ফকিরের বড় ভাই আশানুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল। আশানুর ফকিরের দেওয়া জায়গায় গত ৬ মাস আগে সে চা, কফি ও হোটেল নির্মাণ করে ব্যবসা করছেন। গত শনিবার রাতে ১৬ পৃষ্ঠার একটি খাতায় তার মান অভিমানের কথা লিখে এক যুবকের কাছে দেয়। তাকে জানায়, গতকাল রবিবার সকালে আশানুর ফকিরের ছেলে মিজানের নিকট খাতাটি দিবে।

তারা আরও জানান, গত শনিবার রাতে সবাই বাড়িতে চলে গেলেও আবু সাবের তার ওই হোটেলেই ছিল। রবিবার সকালে দোকান বন্ধ দেখে স্থানীয়রা ডাকাডাকি করে। পরে এলাকাবাসী ও পুলিশের সহযোগীতায় হোটেলের দরজা ভেঙে আবু সাবের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এলাকাবাসী দাবি করে, খাতায় ১৬ পৃষ্ঠায় লেখা তার মান-অভিমানের কথা লেখা থাকলেও ঝুলন্ত লাশ দেখে মনে হচ্ছে তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

খবর পেয়ে থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) গোলাম হোসেন ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে সুরতহার রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্টও নেওয়া হয়েছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধার আত্নীয়রা এসে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছেন।

বারাদী বাজারে শাপলা ফ্যাশানে চুরির অভিযোগ দোকান মালিকের

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে শাপলা ফ্যাশনে চুরির অভিযোগ তোলেন দোকান মালিক ফিরোজ আলী। গতকাল শনিবার সকালে দোকানে এসে তিনি তার দোকানের মালামাল চুরির অভিযোগ তোলেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, প্রতিদিনের ন্যায় সকাল বেলায় দোকান মালিক ফিরোজ আলী দোকানে এসে দোকানে শাটারের তালা বিহীন অবস্থায় দেখতে পান। পরে দোকানের শাটার তুলে তিনি দেখেন দোকানের শোকেসের গ্যালারির সমস্থ মালামাল লোপাট হয়ে গেছে। দোকান মালিক ফিরোজ আলী তার দোকানে চুরির অভিযোগ তুললে আশেপাশের ব্যবসায়ী ও পথচারীদের ভিড় জমতে শুরু হয় দোকানের সামনে। শাপলা ফ্যাশানে চুরির ঘটনায় হৈচৈ পড়ে যায় চারিদিকে। শাপলা ফ্যাশানের এমন দুর্র্ধষ চুরির ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেন আশেপাশের ব্যবসায়ীরা। চুরির ঘটনার খবর পেয়ে বারাদী বাজারের নবনির্বাচিত আহবায়ক কমিটির সদস্যরা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। শুরু করেন তদন্ত ডাকা হয় বাজার পাহারার দায়িত্বে থাকা নৈশ প্রহরীদের।

বাজারের নৈশ প্রহরী কিসমত আলী বলেন, সারারাত বাজার পাহারা শেষে আমি বাড়ি যাওয়ার সময় সকল দোকানের তালা চেক করে যায়। তখনো শাপলা ফ্যাশানের দোকানে তালাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া দোকান মালিক কর্তৃক দোকানে চুরির অভিযোগ তুললেও দোকানের তালা বা শাটার ভাঙ্গা এবং দোকানের ভিতরের সিসি ক্যামেরা বা ক্যাশবাক্স ভাঙার কোন আলামত পাওয়া যায় না এবং দোকানের সিসি ক্যামেরার ডিভাইস দেখতে না পাওয়ায় জনমনে সৃষ্ট হয় সন্দেহ।

ইতিমধ্যে রাসেল নামের এক ইজিবাইক চালক জানায় তিনদিন আগে তিনি শাপলা ফ্যাশান থেকে মালামাল নিয়ে দোকান মালিক ফিরোজ আলীর পৈতৃক বাড়ী হিজুলী গ্রামে রেখে আসেন। তখন বাজারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে তার বাবার বাড়ীতে দুই বস্তা ও তার পাশ্ববর্তী চাচার বাড়ীতে গিয়ে চার বস্তা চুরি যাওয়া মালামালের দেখা পায়। এ সময় বস্তার মালামাল সরিয়ে নেওয়ার সময় দোকানের কর্মচারী সুলতান আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে সুলতান আহমদ দোকানের মালামাল সরানো ও চুরির ঘটনা

স্বীকার করে। সুলতান বলেন দোকান মালিক ফিরোজ আলীর নির্দেশে কয়েক দিন আগেই দোকানের মালামাল সরিয়ে ফেলা হয়, তাছাড়া শুক্রবার দিনগত রাতে দোকান বন্ধ করে যাওয়ার আগে আমরা গ্যালারীর মালামাল সরিয়ে দোকানের প্লাস্টিকের বক্সে ভরে রাখি এবং সিসি ক্যামেরার ডিভাইস খুলে নিয়ে যায়। পরে ভোরের দিকে এসে আমি দোকানের তালা খুলে নিয়ে যায়। কি উদ্দেশ্যে বা কেন তারা এই চুরির নাটক সাজিয়েছে এমন প্রশ্নের সে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কমিটির সদস্যরা বলেন, বাজারের নতুন কমিটিকে ফাঁসাতে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্যই দোকান মালিক এই নাটক সাজিয়েছে।

এবিষয়ে সাধারণ মানুষেরা বলেন, কারো কুবুদ্ধিতে বা ইন্ধনে দোকান মালিক এমন টা করতে পারে। তবে দুপুরের পর থেকে দোকান মালিক ফিরোজ আলী এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

বারাদী বাজারের আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব কামরুজ্জামান মুকুল (মেম্বার) বলেন, এটি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে দোকান মালিক এই চুরির নাটক সাজিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে বাজার কমিটির সদস্যদের নিয়ে এই সাজানো নাটকের বিচার করা হবে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং করছে শিক্ষার্থীরা

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে বাজার মনিটরিংয়ে বেরিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বের পাশাপাশি চলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান। আর এসবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (১০ আগস্ট) সকালে পৌরবাজারে মনিটরিংয়ে যান বৈষম্যবিরোধী

ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় কাঁচামাল, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ-রসুন, মসলাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যাচাই করেন।

জেলা শহরের পৌর বাজারে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কাঁচাবাজার, মাছ বাজার, মাংসের বাজারে মূল্যতালিকা দেখছেন। তালিকা অনুযায়ী ঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তাও দেখেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বাজারের সব বিক্রেতাকে বলে আসেন তারা যেন কোনো পণ্যের দাম অতিরিক্ত না নেন এবং যেন কাউকে চাঁদা না দেন। এ ছাড়া অযথা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে না ফেলারও আহ্বান জানান তারা।

এ সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করে বিক্রেতারা বলেন, ইজারা ফি কমানো, চাঁদাবাজি বন্ধসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী লামিয়া সুলতান পাবনী জানান, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভোগান্তির জায়গা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। এইজন্যই আমরা কুষ্টিয়ার পৌরবাজারসহ বিভিন্ন বাজারে মনিটরিংয়ে যায়। আমরা আড়তে, পাইকারি-খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে দ্রব্যের দাম নিয়ে কথা বলি। উনারা আমাদের জানিয়েছেন উনারা এখন থেকে সীমিত মুনাফায় বিক্রি করবেন।

তেজগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তারিফ মোস্তাফিজ বলেন, মূল্য নির্ধারণ ও সিন্ডিকেট মোকাবিলায় আমরা সদা তৎপর। সেজন্য বাজারের ক্রেতাদের এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করি। আমরা তাদের বলেছি কেউ যদি ক্ষমতার প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে যেন আমাদের জানায়। ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতারা এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাগত মাহমুদ বলেন, আমরা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়েছি। কোনো পণ্যের দাম অযথা বাড়ানো হয়, তবে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিংয়ের ফলে কমতে শুরু করেছে পণ্যের দাম। তাদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা।

ক্রেতা রাব্বু হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি ঘন ঘন বাজার মনিটরিং করে তাহলে পণ্যের দাম আরও কমে আসবে। যারা বিভিন্ন অজুহাতে সিন্ডিকেট করছেন তারা বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবে না।

ঝিনাইদহে স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা, মালিক আটক

ঝিনাইদহে পাচারের সময় অবৈধ স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা চলছিল, সেসময় ছিনতাইকারীদের পিটুনিতে আহত অবৈধ স্বর্ণর বহনকারী। পরে সেই স্বর্ণ জব্দ করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় স্বর্ণের মালিককে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শহরের র্স্বনকার পট্টির গিনি হাউজের কর্মচারী মিঠুন একটি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে একটি কার্টুন নিয়ে দোকানে ফিরছিলো। পথে কেসি কলেজ গলিতে পৌঁছালে ৬ জন ছিনতাইকারী ওই কার্টুন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। কর্মচারী মিঠুনকে পিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় ঝিনাইদহ সদর থানার এক এস আই সেখানে পৌঁছিয়ে মিঠুনকে উদ্ধার করে। পুলিশ দেখে মোটর সাইকেল যোগে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে পুলিশ এসে ওই কার্টুন খুলে উদ্ধার করে ১৮১ ভরি স্বর্ণালংকার। সঠিক কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই স্বর্ণালংকার জব্দ ও গিনি হাউজের মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার এস আই জিয়া বলেন, আমি এসে দেখি মিঠুনকে মারধর করে কার্টুনটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এসে তাদের আটক করার চেষ্টা করি। স্থানীয়রা কেউ এগিয়ে না আসায় ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আমি আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করি।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান বলেন, দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি ছিনতাইয়ের আর অন্যটি সোনা পাচার। আমরা ছিনতাইকারীদের আটকের চেষ্টা করছি। আর যেহেতু কুরিয়ার